109

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি

জানা গেছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও গ্রামেগঞ্জে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ভোলা ও নাটোরের বিভিন্ন অংশে শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে জনবল দরকার তা পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনমত শিক্ষক নেয়া হয়নি। শিক্ষা অফিসার নেই। ১৬টি জেলায় যেখানে ১৬ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দরকার সেখানে আছেন মাত্র ১ জন। অন্যান্য অনেক পদই শূন্য। ভোলার ১৪টি গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নেই। এছাড়া দারিদ্র্যসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। শিশুরা অন্নসংস্থানের জন্য কাজ করে। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের অনগ্রসর ও দরিদ্র সমাজে শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন খুবই কঠিন কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রশাসনিক দক্ষতা থাকলে এইসব প্রতিকূলতা আংশিকভাবে হলেও জয় করা সম্ভব হত বলে আমরা মনে করি। রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে বাধা হিসাবে জনবলের অভাবের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে এ ধরনের অভাব থাকার কোন কথা নয়। আমরা জানি, দেশে শিক্ষিত বেকার আছে। কেরানী বা পিওনের চকরির জন্যও হাজার হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। আবেদনকারীদের মধ্যে এমএ ও বিএ পাস করা লোকজনও অনেক থাকেন। অতএব দক্ষতা ও শৃংখলার সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হলে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সংগ্রহ করা এখানে মোটেই কঠিন কাজ হত না। যে সব গ্রামে স্কুল নেই সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করাও তেমন কোন অসাধ্য কাজ নয়। আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম করলে এসব কাজ সম্পন্ন হবে। অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সরকার শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। অর্থের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাগত পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব বলেই আমাদের ধারণা।

কঠিন কাজ সম্ভবত একটাই। সে দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করা। দারিদ্র্য শিক্ষার অন্যতম প্রধান শত্রু বলে প্রমাণিত হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিশুরা জুতা পালিশ করে, রাখালের কাজ করে, তামাক, বিড়ি, আইসক্রীম ফ্যাক্টরীতে কাজ করে অথবা বাসাবাড়িতেও করে। কাজ বন্ধ হলে অস্তিত্ব টেকে না। সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ জাতীয় উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা যায় কিনা চিন্তাভাবনা করতে হবে। শিক্ষার বিনিময়ে বৃত্তি বা অর্থ দেয়া সম্ভব কিনা বিবেচনা করা যায়। শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে শিশুদের উপযোগী কাজের ব্যবস্থা থাকতে পারে। শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করার জন্য দারিদ্র্য মোকাবিলার হাতিয়ার জোরালো করতে হবে। চেষ্টা করলে এ কাজ সাফল্যের সঙ্গে করা সম্ভব বলেই আমরা বিশ্বাস রাখি।